আমরা কতিপয় জীবাশ্ম

রাতকানা নক্ষত্র নিয়ে কানামাছি খেলা শেষে কীর্তি গাথা সময়ে ভাসে কিশোরী আমার
আর যন্ত্রণার খাতায় আঁকে ক্ষরণের রমনীয় পদ্মছাতার ছায়ায়, এদিকে গুবরে পোকার
পিঠে পৃথিবী নির্বিঘ্নে ভ্রমন শেষে থামে পতিত কুঠিঘরে বিশ্রাম নেয়,
এমন মর্দা ভাবনায় ফেঁপে ওঠে চারদিক উপনিবেশ-উষ্ণতায়, ঋতুচক্র বেঁধে
রাখি ভাঙা কপালে-কিশোরীর দেহে চন্দনা-পাখি-রাঙা বিকাল ফুরায়
চুরচুর শব্দে ভাঙে বিস্মৃত বিপ্লব-খুঁজি পুরাণের নারী উর পেখম, দেখি
পিত্ত জলে ভাসে তার মৃত্যু-কাফন, ম ঝড় সুর তোলে মনের ভেতর
প্রতিটি লোমকূপে এখনও শীত-- ছাউনিঘেরা সবুজ-সুখ ভাবনার অতীত
ক্লান্ত ডুবুরীর চোখে ভর করে ছায়া নামে আমাদের পৃথিবীতে, ভিন্ন পৃথিবী
চালতা বিচির অবয়বে-দাঁড়ায় দূরে, মর্চে ধরা বাতাস ছড়ায় আশেপাশে
নিবু-নিবু বৃক্ষরা নিশ্বাস নেয়, জানায় বেঁচে থাকার উপস্থিতি
আমরা কতিপয় জীবাশ্ম টের পাই চারদিকে বেলকুড়ি ফোটা সকাল
হাতছানি দিয়ে ডাকে-আয়-তাকিয়ে দেখি সারেঙ্গি সুরে
উঁকি দেয় ক্ষীণ স্বপ্ন ঘেরা কিশোর-গ্রহের প্রণয়।

শামীম রেজার